দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ২৪/৫/১২
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ১ ......

শিক্ষাখাতে জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশ হওয়া উচিত

অধ্যাপক আনু মুহাম্মাদ
অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষাখাতের বাজেট বলতে আমি প্রথমে বলবো যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আর দ্বিতীয়ত যে বরাদ্দ থাকে তাও শিক্ষা সংশ্লিষ্টখাতে কম ব্যয় হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের পেছনেই চলে যায়।
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এখানে— নানা সমস্যা বিরাজমান থাকে। যেমন পার্শ্ববর্তী দেশের চাপ, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিকভাবে দুর্বলতা, জনপ্রশাসনের দুর্বলতা, শিক্ষা

খাতও ততটা শক্তিশালী হয়ে উঠেনি আমাদের দেশে। বিগত কয়েক বছর ধরে শিক্ষার হার বেড়েছে এবং শিক্ষাখাতে বাজেটের পরিমাণও ক্রমাগত হারে বেড়েছে। তবে শিক্ষাখাতে বাজেটের পরিমাণ আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের যে ২ শতাংশ ব্যয় করা হয় তা শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে খুবই কম। তবে একটি দেশের শিক্ষার সুষ্ঠু মান বজায় রাখতে জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশ হলে ভাল হয়। আর যদি এটা সম্ভব হয় তখনই শিক্ষার সুষ্ঠু মান ও হার বাড়বে। আর সরকার যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করছে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রচলিত বাজেট বরাদ্দে হবে না। এটা আরও বহুগুণে বাড়াতে হবে। নইলে সবই গুজামিল হয়ে যাবে।

শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর নির্দেশনা চাই

আবদুস সালাম
সহকারী অধ্যাপক, আই ই আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা একটি দেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টর। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার একমাত্র মাধ্যম হলো শিক্ষা। সে কারণে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যতো দ্রুত উন্নয়ন হবে ততো দ্রুত বর্তমান সরকারের যে দর্শন ডিজিটাল বাংলাদেশ তা বাস্তবায়ন হবে। বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রেরিত জানিনা কতোটুকু বাস্তবায়ন হবে বা আদেও হবে কী না। তবে সরকার যদি শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমরা যদি জাতীয় উৎপাদনের ৫-৬ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি সুষম শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে দাঁড়াতে পারবে। আগামী বাজেটে সরকারের উচিত শিক্ষাখাতকে সেবাখাত হিসেবে চিহ্নিত করা। কারণ এই খাতে বিনিয়োগ করলে রাতারাতি কোন রিটার্ন না পাওয়া গেলেও অদূর ভবিষ্যতে বিনিয়োগের তুলনায় অনেক বেশি রিটার্ন আসে। আর যে আউটপুট আসবে অবশ্যই তা টেকসই হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। আগামী বাজেটে মৌলিক শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষায় সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা আশা করি। মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় ধরে রাখতে চাইলে অবশ্যই শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো ঘোষণা করতে হবে। এর জন্য অবশ্যই বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের চাকরিকালীন সময়ে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকার আন্তর্জাতিক সাহায্য সহযোগিতা ও স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমরা সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ আশা করি। কেননা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি হলে উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন হতে বাধ্য। এর ফলে আমরা একটা কোয়ালিটি প্রডাকশন পাব। যা থেকে বাংলাদেশ পাবে আলোকিত মানুষ। আগামী বাজেটে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ চাই। বর্তমানে উচ্চশিক্ষাখাতে সরকার যে বরাদ্দ দিয়ে থাকে তার বেশির ভাগ খরচ হয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতেই। তাই শিক্ষা গবেষণায় সব সময়ই অর্থের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করা যায়। তাই শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা গবেষণা খাতে আগামী বাজেটে সুনির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ আমরা আশা করি।